১ এস. সি. আর. ৯৮৯

কীর্তি এবং আরেকজন ইত্যাদি বনাম

ওরিয়েন্টাল ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড

(২০২১ সালের দেওয়ানি আপিল নং ১৯-২০)

০৫ই জানুয়ারী, ২০২১

[এন. ভি. রমনা, এস. আব্দুল নাজির এবং সূর্য কান্ট, বিচারপতিগণ]

মোটর যানবাহন আইন, ১৯৮৮: দুর্ঘটনার সময়ই দাবি এবং আইনি দায়বদ্ধতা স্পষ্ট হয়ে যায়--এর পরে যে কোনও পরিবর্তন, মুলতুবি কার্যধারাকে সাধারণত প্রভাবিত করা উচিত নয়--ঠিক যেমন দাবিদাররা ন্যূনতম মজুরিতে পরবর্তী বৃদ্ধির উপর নির্ভর করতে পারে না, তেমনি বীমাকারীও আইনি কার্যধারার মুলতুবি থাকাকালীন কোনও নির্ভরশীলের পরবর্তী মৃত্যুর সুবিধা চাইতে পারে না--একইভাবে, কোনও আইনজীবী দ্বারা এই বিষয়ে আইনের কোনও ছাড় পক্ষগুলিকে আবদ্ধ করবে না।

আইনে ছাড়ঃ অনুমতি, ব্যাপ্তি--স্থির হয়েছেঃ আইনজীবীরা আইনি অধিকার কেড়ে নিতে বা আইনের পরিপন্থী ব্যবস্থায় প্রবেশ করতে পারবেন না--মোটর যানবাহন আইন, ১৯৮৮।

মোটর যানবাহন আইন, ১৯৮৮: প্রমাণের অভাবে আয়ের মূল্যায়ন--স্থির হয়েছেঃ তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে, যদিও এটি সঠিক যে দাবিদাররা ভুক্তভোগী-স্বামীর আয়ের প্রমাণ হিসাবে কোনও নথি উপস্থাপন করতে অক্ষম ছিল, বা তারা শিক্ষক হিসাবে তার চাকরি প্রতিষ্ঠা করেনি; তবে এটি তার আয় গণনা করার সময় ন্যূনতম মজুরির সর্বনিম্ন স্তর গ্রহণের ন্যায্যতা দেয় না--সাক্ষীদের বিবৃতি, নথিভুক্ত প্রমাণ এবং দুর্ঘটনার পরিস্থিতি থেকে, এটি স্পষ্ট যে ভুক্তভোগী তুলনামূলকভাবে আরও শিক্ষাগতভাবে যোগ্য এবং দক্ষ ছিলেন--উপরন্তু, তিনি যাতায়াতের জন্য একটি মোটরসাইকেলের ব্যবহার দ্বারা প্রমাণিত হিসাবে তার পরিবারের জন্য একটি যুক্তিসঙ্গত জীবনযাত্রার মান বজায় রেখেছিলেন--মৃত ব্যক্তির পরিবারের বিদ্যমান জীবনযাত্রার মান রক্ষা করা মোটর দুর্ঘটনা ক্ষতিপূরণ আইনের একটি মৌলিক প্রচেষ্টা--সুতরাং, তার ক্ষেত্রে আবেদন করা দক্ষ কর্মীদের জন্য ন্যূনতম মজুরি ৬১৯৭ টাকা প্রযোজ্য।

মোটর যানবাহন আইন, ১৯৮৮: ভবিষ্যতের সম্ভাবনা--মৃত ব্যক্তি যদি স্বনিযুক্ত থাকেন বা নির্দিষ্ট বেতনে থাকেন, তা হলে প্রতিষ্ঠিত আয়ের একটি যোগফল হওয়া উচিত যেখানে

একজন মৃত ব্যক্তির বয়স ৪০ বছরের কম ছিল--যেখানে মৃত ব্যক্তির বয়স ৪০ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে ছিল সেখানে ২৫% এবং যেখানে মৃত ব্যক্তির বয়স ৫০ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে ছিল সেখানে ১০% গণনা করার প্রয়োজনীয় পদ্ধতি হিসাবে বিবেচনা করা উচিত--প্রতিষ্ঠিত আয় মানে আয় বিয়োগ করের উপাদান--এই যুক্তি যে ধারণাগত আয়ের জন্য ভবিষ্যতের কোনও সম্ভাবনা অনুমোদিত হওয়া উচিত নয়, উভয়ই আইনে ভুল এবং মজুরি ক্রমাগত মুদ্রাস্ফীতি-প্ররোচিত বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করে যোগ্যতা ছাড়াই।

মোটর যানবাহন আইন, ১৯৮৮: গৃহবধূদের জন্য আনুমানিক আয়ের গণনা এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানের উদ্দেশ্যে তাদের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের সম্ভাবনার অনুদান-নির্ধারিত কারণগুলি, আলোচনা করা হয়েছে। (এন. ভি. রামানা, বিচারপতির মতে-সম্পূরক)

আংশিকভাবে আপিলের অনুমতি দিয়ে, আদালত

স্থির করা হয়েছে:

<u>সুরিয়া কান্ট, বিচারপতি-এঁর মতেঃ</u>

১) এই বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করা যায় না যে, মৃত্যুর সময় প্রকৃতপক্ষে মৃতের চারজন নির্ভরশীল ছিলেন, তিনজন নয়। মৃতের নির্ভরশীল মায়ের পরবর্তী মৃত্যু মোটর দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ হ্রাসের কারণ হওয়া উচিত নয়। দুর্ঘটনার সময় দাবি ও আইনি দায়বদ্ধতা স্পষ্ট হয়ে যায় এবং এর পরে হওয়া পরিবর্তনগুলি সাধারণত মুলতুবি কার্যধারাকে প্রভাবিত করা উচিত নয়। ঠিক যেমন আবেদনকারী-দাবিদাররা ন্যূনতম মজুরিতে পরবর্তী বৃদ্ধির উপর নির্ভর করতে পারে না, তেমনি বিবাদী-বীমাকারীও আইনি কার্যধারার মুলতুবি থাকাকালীন কোনও নির্ভরশীলের পরবর্তী মৃত্যুর সুবিধা চাইতে পারে না। একইভাবে, উভয় পক্ষের দ্বারা এই বিষয়ে আইনের যে কোনও ছাড় পক্ষগুলিকে আবদ্ধ করবে না, কারণ এটি আইনত নিষ্পত্তি হয়েছে যে আইনজীবীরা আইনি অধিকার ত্যাগ করতে পারবেন না বা আইনের পরিপন্থী ব্যবস্থায় প্রবেশ করতে পারবেন না।

২.১) আদালত কর্তৃক প্রদত্ত যে কোনও ক্ষতিপূরণ ন্যায়সঙ্গত, যুক্তিসঙ্গত হওয়া উচিত এবং ফলস্বরূপ নিঃসন্দেহে ন্যায্যতা, সমতা এবং সৎ বিবেকের নীতি দ্বারা পরিচালিত হতে হবে। মৃত ব্যক্তির পরিবারে কেবল সেপ্টুয়েজেনেরিয়ান বাবা-মা ছিলেন না, তবে মাত্র ৩ এবং ৪ বছর বয়সী দুটি শিশু-মেয়েও ছিল; যাদের প্রত্যেকেরই আত্ম-নির্ভরতার পর্যায়ে না পৌঁছানো পর্যন্ত ব্যতিক্রমী যত্ন এবং ব্যয়ের প্রয়োজন ছিল। দুঃখজনকভাবে, বিবাহিত দম্পতি ছাড়াও,

কীর্তি এবং আরেকজন ইত্যাদি বনাম ওরিয়েন্টাল ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড ৯৯১

চালকের অবহেলা পরিবারের তৃতীয় সন্তানের জীবনও নিভে গেল, যে দুর্ঘটনার সময় ভুক্তভোগী মহিলার গর্ভে ভ্রূণ ছিল। সুতরাং, উভয় ভুক্তভোগীর (দম্পতি) ব্যক্তিগত ব্যয়ের জন্য যথাযথ ছাড় কেবলমাত্র ১/৪তম হওয়া উচিত, এবং ট্রাইব্যুনাল এবং হাইকোর্টের দ্বারা প্রয়োগ করা ১/৩ তম নয়, বিশেষত যখন পরিবারের চারজন সদস্য মৃত ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল ছিলেন।

প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালক বনাম প্রমোদ কুমার সাহু (২০১৯) ১০ এস. সি. সি ৬৭৪ হেলেন সি রেবেলো বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন, (১৯৯৯) ১ এস. সি. সি ৯০-এর উপর নির্ভরশীল।

২.২) দ্বিতীয়ত, যদিও এটি সঠিক যে দাবিদাররা ভুক্তভোগী স্বামীর আয়ের প্রমাণ হিসাবে কোনও নথি উপস্থাপন করতে পারেনি, বা শিক্ষক হিসাবে তার চাকরি প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি; তবে এটি তার আয় গণনা করার সময় ন্যূনতম মজুরির সর্বনিম্ন স্তর গ্রহণের ন্যায্যতা দেয় না। সাক্ষীদের বিবৃতি, নথিভুক্ত প্রমাণ এবং দুর্ঘটনার পরিস্থিতি থেকে এটি স্পষ্ট যে ভুক্তভোগী তুলনামূলকভাবে আরও বেশি শিক্ষাগত যোগ্য এবং দক্ষ ছিলেন। উপরন্তু, তিনি যাতায়াতের জন্য মোটরসাইকেলের ব্যবহারের প্রমাণ হিসাবে তার পরিবারের জন্য যুক্তিসঙ্গত জীবনযাত্রার মান বজায় রেখেছিলেন। মৃত ব্যক্তির পরিবারের বিদ্যমান জীবনযাত্রার মান সংরক্ষণ করা মোটর দুর্ঘটনা ক্ষতিপূরণ আইনের একটি মৌলিক প্রচেষ্টা। সুতরাং, হরিয়ানা রাজ্যে ২০১৪ সালের এপ্রিল মাসে দক্ষ শ্রমিকদের জন্য প্রযোজ্য ন্যূনতম মজুরি ৬১৯৭ টাকা তাঁর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা উচিত।

আর কে মালিক বনাম কিরণ পাল (২০১৯) ১৪ এস. সি. সি ১-এর উপর নির্ভরশীল.

৩.৩) তৃতীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, প্রত্যর্থী-বীমাকারীর পক্ষ থেকে উচ্চ আদালতে আবেদন বিবেচনা করে ভবিষ্যতের সম্ভাবনার অনুদানের বিরোধিতা করা অন্যায় যে, প্রণয় শেঠি রেফারেন্সের ফলাফল মুলতুবি থাকা পর্যন্ত এই ধরনের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা উচিত নয়। তা সত্ত্বেও, এই বিষয়ের আইন আর অখণ্ড নয়, এবং স্ফটিকের মতো রয়ে গেছে, কারণ সেখানে বলা হয়েছিল যে মৃত ব্যক্তি যদি স্ব-কর্মসংস্থান করতেন বা নির্দিষ্ট বেতনের উপর থাকতেন, তাহলে মৃত ব্যক্তির বয়স ৪০ বছরের কম হলে প্রতিষ্ঠিত আয়ের ৪০% যোগ করলেই তা ওয়ারেন্ট হিসেবে গণ্য হবে। মৃত ব্যক্তির বয়স ৪০ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে হলে ২৫% এবং ১০% অতিরিক্ত,

যেখানে মৃত ব্যক্তির বয়স ৫০ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে ছিল, তাকে গণনার প্রয়োজনীয় পদ্ধতি হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। প্রতিষ্ঠিত আয় মানে আয় বিয়োগ কর উপাদান।

ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কো লিমিটেড বনাম প্রণয় শেঠি (২০১৭) ১৬ এসসিসি ৬৮০-অনুসরণ করা হয়েছে।

৩) মৃত দুজনের বয়স ৪০ বছরের কম এবং তারা স্থায়ী কর্মচারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার কারণে, ভবিষ্যতের সম্ভাব্য কর্মীদের ৪০% অর্থ প্রদান করতে হবে। এই যুক্তি যে ধারণাগত আয়ের ব্যক্তিদের জন্য এই ধরনের ভবিষ্যতের কোনও সম্ভাবনার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়, মজুরি ক্রমাগত মুদ্রাস্ফীতি-প্ররোচিত বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করে আইনে এবং যোগ্যতা ছাড়াই উভয়ই ভুল। হেম রাজ বনাম ওরিয়েন্টাল ইন্স্যুরেন্স কো. লিমিটেড-এ স্থির হয়েছিল যে আয়ের ইতিবাচক প্রমাণ রয়েছে এবং যেখানে কোনও মামলার ঘটনা এবং পরিস্থিতিতে অনুমানের ভিত্তিতে ন্যূনতম আয় নির্ধারণ করা হয় সেখানে পার্থক্য থাকতে পারে না। উভয় পরিস্থিতিই একই ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে থাকে। তদনুসারে, বর্তমান ক্ষেত্রে, ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নির্ধারিত আয়ের সঙ্গে ৪০% যোগ করা প্রয়োজন।

সুনীতা টোকাস বনাম নিউ ইন্ডিয়া ইন্স্যুরেন্স কো লিমিটেড ২০১৯ এসসিসি

অনলাইন এসসি ১০৪৫; হেম রাজ বনাম ওরিয়েন্টাল ইন্স্যুরেন্স কোং লিমিটেড (২০১৮) ১৫ এসসিসি ৬৫৪-এর উপর নির্ভরশীল।

<u>এন. ভি. রমনা, বিচারপতি-এঁর মতে (সম্পূরক)</u>:

১) দুটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর পরিস্থিতি রয়েছে যেখানে আদালত সাধারণত ভুক্তভোগীর ধারণাগত আয় নির্ধারণ করে। প্রথম শ্রেণীর মামলাগুলি সেই মামলাগুলির সাথে সম্পর্কিত যেখানে ভুক্তভোগী 'নিযুক্ত' ছিলেন, কিন্তু দাবিদাররা আদালতের সামনে তার প্রকৃত আয় প্রমাণ করতে সক্ষম হন না। এই জাতীয় পরিস্থিতিতে, আদালত নথির প্রমাণের ভিত্তিতে ভুক্তভোগীর আয় 'অনুমান' করে, যেমন ভুক্তভোগী এবং তার পরিবারের দ্বারা পরিচালিত জীবনযাত্রার মান, সেই ক্ষেত্রে নিযুক্ত ব্যক্তির সাধারণ উপার্জন, ভুক্তভোগীর যোগ্যতা এবং অন্যান্য বিবেচনার ভিত্তিতে। দ্বিতীয় 'বিভাগের মামলাগুলি সেই পরিস্থিতিগুলির সাথে সম্পর্কিত যেখানে আদালতকে একটি অ-উপার্জনকারী ভুক্তভোগীর আয় নির্ধারণের জন্য ডাকা হয়, যেমন একটি শিশু, একজন শিক্ষার্থী বা একজন গৃহিণী। বলা বাহুল্য, এই ধরনের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন।

২) আদালত প্রায়শই একটি অ-উপার্জনকারী ভুক্তভোগীর জন্য ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন নীতি অনুসরণ করে যা কেবলমাত্র মামলার ঘটনা এবং পরিস্থিতিতে হবে। এর মধ্যে কয়েকটি ধারণাগত আয় নির্ধারণের সাথে জড়িত। অ-উপার্জনকারী ক্ষতিগ্রস্থদের একটি বিভাগ যা আদালতকে প্রায়শই ক্ষতিপূরণ গণনা করতে বলা হয় তারা হলেন গৃহবধূ। একজন গৃহকর্মী প্রায়শই পুরো পরিবারের জন্য খাবার প্রস্তুত করেন, মুদি এবং অন্যান্য গৃহস্থালীর কেনাকাটার প্রয়োজনীয়তা পরিচালনা করেন, বাড়ি এবং তার আশেপাশের পরিবেশ পরিষ্কার করেন এবং পরিচালনা করেন, সাজসজ্জা, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করেন, শিশু এবং পরিবারের যে কোনও বয়স্ক সদস্যের চাহিদা দেখাশোনা করেন, বাজেট পরিচালনা করেন এবং আরও অনেক কিছু। গ্রামীণ পরিবারগুলিতে, তারা প্রায়শই গবাদি পশুর দেখাশোনা করার পাশাপাশি মাঠে বপন, ফসল কাটা এবং রোপণের কাজেও সহায়তা করে। তবে, উপরের সমস্ত কিছু সত্ত্বেও, গৃহকর্ত্রীরা "কাজ" করেন না বা তারা পরিবারের জন্য অর্থনৈতিক মূল্য যোগ করেন না এই ধারণাটি একটি সমস্যাযুক্ত ধারণা যা বহু বছর ধরে অব্যাহত রয়েছে এবং এটি অবশ্যই কাটিয়ে উঠতে হবে।

৩) এই বিষয়ে ক্রমবর্ধমান সচেতনতা বিবেচনা করে, মহিলাদের বিরুদ্ধে বৈষম্য দূরীকরণ সম্পর্কিত জাতিসংঘ কমিটি ১৯৯১ সালে "মহিলাদের অবৈতনিক ঘরোয়া ক্রিয়াকলাপের পরিমাপ ও পরিমাণ এবং মোট জাতীয় উৎপাদনে তাদের স্বীকৃতি" সম্পর্কিত সাধারণ সুপারিশ নং ১৭ গ্রহণ করে। সাধারণ সুপারিশটি নিশ্চিত করে যে "মহিলাদের অবৈতনিক ঘরোয়া ক্রিয়াকলাপের পরিমাপ ও পরিমাণ নির্ধারণ, যা প্রতিটি দেশের উন্নয়নে অবদান রাখে, মহিলাদের প্রকৃত অর্থনৈতিক ভূমিকা প্রকাশ করতে সহায়তা করবে।" এটি লক্ষণীয় যে উপরের সাধারণ সুপারিশটি মহিলাদের বিরুদ্ধে সমস্ত ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত কনভেনশনের ১১ নং অনুচ্ছেদের অগ্রগতিতে পাস করা হয়েছে যা কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে মহিলাদের বিরুদ্ধে বৈষম্যের অবসানের সাথে সম্পর্কিত, একটি কনভেনশন যা ভারত অনুমোদন করেছে।

৪) তাই, একজন গৃহকর্ত্রীর জন্য ধারণাগত আয় নির্ধারণের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। এটি এমন বহু মহিলার স্বীকৃতি, যারা এই কাজে নিযুক্ত রয়েছেন, তা পছন্দের ভিত্তিতে হোক বা সামাজিক/সাংস্কৃতিক নিয়মের ফলস্বরূপ হোক।

এটি বৃহত্তর সমাজের কাছে ইঙ্গিত দেয় যে দেশের আইন ও আদালত গৃহবধূদের শ্রম, পরিষেবা ও আত্মত্যাগের মূল্যে বিশ্বাস করে। এটি এই ধারণার একটি গ্রহণযোগ্যতা যে এই ক্রিয়াকলাপগুলি পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং দেশের অর্থনীতিতে খুব বাস্তব উপায়ে অবদান রাখে, যদিও এটি ঐতিহ্যগতভাবে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এটি পরিবর্তিত মনোভাব এবং মানসিকতা এবং আমাদের আন্তর্জাতিক আইনের বাধ্যবাধকতার প্রতিফলন। এবং, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, এটি সামাজিক সমতার সাংবিধানিক দৃষ্টিভঙ্গির দিকে এবং সমস্ত ব্যক্তির জীবনের মর্যাদা নিশ্চিত করার একটি পদক্ষেপ। একজন গৃহবধূর এই ধরনের ধারণাগত আয় কীভাবে গণনা করা হবে, এই প্রশ্নের দিকে ফিরে গেলে কোনও নির্দিষ্ট পন্থা থাকতে পারে না। এটা বুঝতে হবে যে, এই ধরনের ক্ষেত্রে আদালতের প্রচেষ্টা হল একজন গৃহবধূ যে সমস্ত কাজ করেন তার আনুমানিক অর্থনৈতিক মূল্য নির্ধারণ করা, যদিও সেই কাজটি অসম্ভব হতে পারে। আদালতকে অবশ্যই এই ধরনের ক্ষেত্রে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ধারণাটি মনে রাখতে হবে, তথ্য এবং পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে।

মালিক বনাম কিরণ পাল (২০০৯) ১৪ এস. সি. সি ১; এম. আর. কৃষ্ণ মূর্তি বনাম নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসুরেন্স কোং লিমিটেড ২০১৯ এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ৩১৫; লতা ওয়াধওয়া বনাম বিহার রাজ্য (২০০১) ৮ এস. সি. সি ১৯৭:১ সম্পূরক এস. সি. আর ৫৭৮; অরুণ কুমার আগরওয়াল বনাম ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোং লিমিটেড (২০১০) ৯ এস. সি. সি ২১৮:৯ এস. সি. আর ৩০৩; রাজেন্দ্র সিং বনাম ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোং লিমিটেড ২০২০ এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ৫২১; ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোং লিমিটেড বনাম নাবালিকা দীপিকার প্রতিনিধিত্বকারী অভিভাবক এবং পরবর্তী বন্ধু, রঙ্গনাথন ২০০৯ এস. সি. সি অনলাইন ম্যাড ৮২৮; কাজল বনাম জগদীশ চাঁদ (২০২০) ৪ এস. সি. সি ৪১৩; জেনারেল ম্যানেজার, কেরালা রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন, ত্রিভেন্দ্রম বনাম সুসাম্মা থমাস (শ্রীমতী), (১৯৯৪) ২ এসসিসি ১৭৬; সরলা দীক্ষিত (শ্রীমতী) বনাম বলবন্ত যাদব (১৯৯৬) ৩ এস. সি. সি. ১৭৯৯:৩ এস. সি. আর. ৩০; সরলা ভার্মা (শ্রীমতী) বনাম দিল্লি পরিবহন নিগম (২০০৯) ৬ এস. সি. সি. ১২১:৫ এস. সি. আর. ১০৯৮-এর উপর নির্ভরশীল।

৫) ভবিষ্যতের সম্ভাবনার পুরষ্কারের পিছনে যুক্তিটি আর কেবল পেশার ধরণ সম্পর্কে নয়, স্থায়ী বা অন্যথায় যাই হোক না কেন, যদিও প্রদত্ত শতাংশ এখনও তার উপর নির্ভরশীল। ভবিষ্যতের সম্ভাব্য কর্মীদের ক্ষতিপূরণ প্রদান এখন আদালতের কর্তব্যের অংশ, জীবনের বাস্তবতা, বিশেষ করে মুদ্রাস্ফীতি, ব্যক্তিদের তাদের এবং তাদের প্রিয়জনদের পরিস্থিতির উন্নতির জন্য প্রচেষ্টা, ক্রমবর্ধমান মজুরির হার এবং কাজের মানের উপর অভিজ্ঞতার প্রভাব বিবেচনা করে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করা।

ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড বনাম প্রণয় শেঠি (২০১৭) ১৬ এস. সি. সি ৬৮০:১৩ এস. সি. আর ১০০-অনুসরণ করা হয়েছে।

৬) উপরের যুক্তিটি বিবেচনা করে, পরিস্থিতিটি আগে বর্ণিত প্রথম শ্রেণীর মামলাগুলিতে একটি আদালত দ্বারা নির্ধারিত ধারণাগত আয়ের ক্ষেত্রে বেশ স্পষ্ট, যেখানে ভুক্তভোগী নিযুক্ত বলে প্রমাণিত হয় কিন্তু দাবিদাররা আদালতের সামনে আয় প্রমাণ করতে অক্ষম হয়। একবার ভুক্তভোগী কোনও উদ্যোগে নিযুক্ত বলে প্রমাণিত হলে, প্রয়োজনীয় পরিণতি হল যে তারা আয় উপার্জন করবে। এটা স্পষ্ট যে ভবিষ্যতের সম্ভাবনাগুলি প্রদানের ক্ষেত্রে কোনও যুক্তিসঙ্গত পার্থক্য করা যাবে না কেবল এই ভিত্তিতে যে তাদের আয় প্রমাণিত হয়নি, বিশেষত যখন আদালত তাদের ধারণাগত আয় নির্ধারণ করেছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষেত্রে, অ-উপার্জনের ভুক্তভোগীদের জন্য ধারণাগত আয় সম্পর্কিত ক্ষেত্রে, উপরের নীতিটি সমান জোরালোভাবে প্রযোজ্য, বিশেষ করে গৃহবধূদের ক্ষেত্রে। একবার ধারণাগত আয় নির্ধারণ করা হলে, মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। উপরন্তু, কেউ কখনও বলবে না যে অভিজ্ঞতার সাথে আসা দক্ষতার উন্নতি পরিবারের মধ্যে কাজের ক্ষেত্রে ঘটে না।

হেম রাজ বনাম ওরিয়েন্টাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড (২০১৮) ১৫ এস. সি. সি ৬৫৪; সুনীতা টোকাস বনাম নিউ ইন্ডিয়া ইন্স্যুরেন্স কোং লিমিটেড (২০১৯) ২০ এস. সি. সি ৬৮৮-এর উপর নির্ভরশীল।

মামলার প্রসঙ্গ

সূর্য কান্ট, বিচারপতি-এঁর মতে

(২০১৯) ১০ এস. সি. সি ৬৭৪	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১০
(১৯৯৯) ১ এস. সি. সি ৯০	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১১
(২০০৯) ১৪ এস. সি. সি ১	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১২
(২০১৭) ১৬ এস. সি. সি ৬৮০	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৩
(২০১৮) ১৫ এস. সি. সি ৬৫	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৪

এন. ভি. রমনা, বিচারপতি-এঁর মতে

(২০০১) ৮ এস. সি. সি ১৯৭	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৫
(২০১০) ৯ এস. সি. সি ২১৮	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৬
[২০১৯] ৬ এসসিআর ৪০২	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৬
(২০১৭) ১৬ এস. সি. সি ৬৮০	অনুসরণ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২০
(২০২০) ৪ এস. সি. সি ৪১৩	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২০
(১৯৯৪) ২ এস. সি. সি ১৭৬	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২০
(১৯৯৬) ৩ এস. সি. সি ১৭৯	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২০
(২০০৯) ৬ এস. সি. সি ১২১	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২১
(২০১৮) ১৫ এস. সি. সি ৬৫৪	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৫
(২০১৯) ২০ এস. সি. সি ৬৮৮	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৫

দেওয়ানী আপীল এখতিয়ারঃ দেওয়ানী আপীল নং ২০২১ সালের ১৯-২১।

২০১৭ সালের ৩৩৬ নম্বর এমএসি এপিপি এবং ২০১৭ সালের ৩৭৫ নম্বর নং দিল্লির নয়াদিল্লি হাইকোর্টের ১৭.০৭.২০১৭ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে উদ্ভূত।

উপস্থিত দলগুলির জন্য মৃত্যুঞ্জয় কুমার সিনহা, এসএন পরাশর, রঞ্জন কুমার পান্ডে, কে কে ভাট। আদালতের রায়টি দিয়েছেন সূর্য কান্ত, বিচারপতি।

১) অনুমতি মঞ্জুর করেছেন।

২) ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে শুনানি হওয়া এই দেওয়ানি আপিলগুলি দুই মৃত ব্যক্তির তিনজন জীবিত নির্ভরশীল (যারা দুই নাবালিকা কন্যা এবং বাবা) দ্বারা দায়ের করা হয়েছে, তারা দিল্লি হাইকোর্টের ১৭.০৭.২০১৭ তারিখের রায়ের বিরোধিতা করে, যার মাধ্যমে মোটর দুর্ঘটনার জন্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৪০.৭১ লক্ষ টাকা, মোটর দুর্ঘটনা দাবি ট্রাইব্যুনাল, রোহিণী (এরপর থেকে "ট্রাইব্যুনাল") কর্তৃক ২৪.১২.২০১৬ তারিখে মোটর যানবাহন আইন, ১৯৮৮ ("এমভি আইন") এর ১৬৮ ধারার অধীনে, কমিয়ে ২২ লক্ষ টাকা করা হয়েছিল।

বাস্তবিক ম্যাট্রিক্স

৩) ১২.০৪.২০১৪ তারিখে সকাল ৭টার দিকে দিল্লিতে মোটরসাইকেলে করে যাওয়ার সময় নিহত দম্পতি, বিনোদ এবং পুনম, একটি মোড়ে 'ডিএল ৭সিএ ১০৫৩' নম্বরের একটি স্যান্ট্রো গাড়ির ধাক্কায় আহত হন। আঘাতের ফলে মৃত দুজনেই তাৎক্ষণিকভাবে অক্ষম হয়ে পড়েন এবং দুর্ঘটনার ভোঁতা শক্তির আঘাতের ফলে মস্তিষ্ক-মস্তিষ্কের ক্ষতি এবং রক্তক্ষরণজনিত শক থেকে তারা শীঘ্রই মারা যান।

৪) চালকের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ (এরপরে, "আইপিসি")-এর ২৭৯ এবং ৩০৪ ধারার অধীনে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল এবং একজন স্বাধীন প্রত্যক্ষদর্শীর (কনস্টেবল বিষ্ণু দত্ত) বিবৃতি নথিভুক্ত করা হয়েছিল, যা গাড়ি চালকের পক্ষ থেকে বেপরোয়া গাড়ি চালানো এবং অবহেলার প্রমাণ দেয়। পরবর্তীকালে, মৃত ব্যক্তির দুই শিশু-কন্যা এবং সেপ্টুয়েজেরিয়ান-পিতামাতার দ্বারা এমভি আইনের ১৬৬ ধারার অধীনে একটি দাবি আবেদন দায়ের করা হয়েছিল। চালক এবং মালিক দাবি করেছিলেন যে মৃত ব্যক্তি নিজেই অবহেলার সাথে গাড়ি চালাচ্ছিলেন এবং দুর্ঘটনাটি তাদের নিজস্ব ক্রিয়াকলাপের ফলস্বরূপ হয়েছিল। আপীলকারী-দাবিদারদের দ্বারা দু 'জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং উত্তরদাতাদের দ্বারা কেউ ছিল না। বীমা সংস্থা (উত্তরদাতা নং ১) নিষ্পত্তি হিসাবে পুনমের মৃত্যুর জন্য ৬.৪৭ লক্ষ টাকা এবং বিনোদকে ১০.৭১ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল।

৫) ফৌজদারি মামলায় চালকের বিরুদ্ধে দায়ের করা চার্জশিট এবং সাক্ষী বাক্সে প্রবেশ করতে তার ব্যর্থতার বিষয়টি ট্রাইব্যুনাল লক্ষ্য করে। স্বাধীন সাক্ষীর দৃঢ় সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে গাড়ি-চালক প্রকৃতপক্ষে বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালাচ্ছিলেন এবং তাই উত্তরদাতা-বীমাকারীর উপর দায়বদ্ধতা নির্ধারণ করা উচিত। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সম্পর্কে, ট্রাইবুনাল পুনম এবং বিনোদ-এর বয়স যথাক্রমে ২৬ এবং ২৯ বছর নির্ধারণ করে শুরু করে। ফলস্বরূপ, ১৭-এর একটি গুণক গ্রহণ করা হয়। যদিও মৃতের বাবা আবেদন করেছিলেন যে বিনোদ দিল্লির প্রতাপ পাবলিক স্কুলে শিক্ষক হিসাবে প্রতি মাসে ১৪,০০০ টাকা উপার্জন করছেন, কিন্তু তিনি কোনও ডকুমেন্টারি প্রমাণ দিয়ে তাঁর দাবি প্রমাণ করতে পারেননি। সুতরাং, দিল্লিতে ন্যূনতম মজুরি নির্ভরতার ক্ষতির গণনার জন্য গ্রহণ করা হয়েছিল। পুনমের ভবিষ্যতের সম্ভাবনার জন্য একটি অতিরিক্ত ২৫% আয় হিসাব করা হয়েছিল, এবং বিনোদ-এর বেতনের ১/৩ ভাগ ব্যক্তিগত ব্যয়ের জন্য কাটা হয়েছিল। প্রেম, স্নেহ, সম্পত্তি এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রতিটি মৃত ব্যক্তির জন্য ২.৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল। এইভাবে, ট্রাইব্যুনাল উভয় মৃত দাবিদারদের জন্য মোট ১ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছিল।

৬) উত্তরদাতা-বীমাকারী এই গণনার বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন এই ভিত্তিতে যে, ট্রাইব্যুনাল ভুলভাবে দিল্লি সরকার কর্তৃক অবহিত ন্যূনতম মজুরির উপর নির্ভর করেছিল কারণ মৃতদের দিল্লিতে নিযুক্ত থাকার কোনও প্রমাণ নেই। পরিবর্তে, হরিয়ানায় তাদের প্রতিষ্ঠিত বাসস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে, সেই রাজ্যের জন্য অবহিত ন্যূনতম মজুরি নির্ভরতার ক্ষতির গণনার ভিত্তি হওয়া উচিত। একই সাথে, পুনমের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার যোগান এবং ব্যক্তিগত খরচ না কাটার বিষয়টি বাতিল করার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছিল।

এছাড়াও, অবদানমূলক অবহেলার ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ অর্ধেক করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। অস্থায়ী কর্মচারীদের 'ভবিষ্যতের সম্ভাবনা' প্রদানের বিষয়ে তৎকালীন ভিন্ন আইনকে তুলে ধরে একটি স্পষ্ট জমা দেওয়া হয়েছিল, যার সমাধান মুলতুবি ছিল, এটি প্রার্থনা করা হয়েছিল যে দাবিদারদের এই ধরনের কোনও সংযোজন মঞ্জুর করা হবে না।

৭) হাইকোর্ট এই যুক্তিগুলির সাথে একমত হয় এবং ফলস্বরূপ দিল্লির পরিবর্তে হরিয়ানায় অদক্ষ শ্রমিকদের জন্য প্রযোজ্য সর্বনিম্ন ন্যূনতম মজুরি গ্রহণ করে উভয় মৃত ব্যক্তির জন্য ধারণাগত আয় হ্রাস করে। একইভাবে, পুনমের আয়ের ১/৩ ব্যক্তিগত ব্যয়ের জন্য কেটে নেওয়া হয়েছিল এবং উভয় মৃত ব্যক্তির ভবিষ্যতের সম্ভাবনা অস্বীকার করা হয়েছিল। তবে, সামগ্রিক পরিস্থিতি এবং পুনমের পরিবারের অবদান বিবেচনা করে, তার বেতনে ২৫% অতিরিক্ত অনাদায়ী আয় যোগ করা হয়েছিল। এইভাবে হাইকোর্ট দাবিদারদের প্রদেয় মোট ক্ষতিপূরণ ২২ লক্ষ টাকায় নামিয়ে আনে।

পক্ষগুলির বিষয়বস্তু

৮) দাবিদারদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী আমাদের সামনে এই হ্রাসের দাবি করেছেন। ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কো লিমিটেড বনাম প্রণয় শেঠি[১] মামলায় এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চের সিদ্ধান্তের ফলস্বরূপ নির্ভরতা হারানোর জন্য ক্ষতিপূরণ পুনরায় গণনা করা হয়েছে, যা অস্থায়ী কর্মচারীদের ভবিষ্যতের সম্ভাবনার বিষয়েও কর্তৃত্বপূর্ণভাবে আইন নির্ধারণ করে। উপরন্তু, বিনোদ এবং পুনমের মধ্যে আয়ের অযাচিত বৃদ্ধি এবং বিনোদ-এর জন্য অদক্ষ ন্যূনতম মজুরির ব্যবহারের মধ্যে অসঙ্গতি আমাদের নজরে আনা হয়েছে।

৯) অন্যদিকে, উত্তরদাতা-বীমাকারীর বিজ্ঞ আইনজীবী ভবিষ্যতের সম্ভাবনার ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণের যে কোনও বৃদ্ধি রোধ করতে চেয়েছেন। দাবি করা হয় যে হাইকোর্টের সিদ্ধান্তটি একটি সম্মতি আদেশ ছিল এবং আপিলকারীদের আইনজীবী নির্ভরতা হারানোর শিরোনামে একটি নিম্ন গণনায় স্বীকার করেছিলেন, যা এইভাবে এই আদালতে বিরোধিতা করা যায় না।

বিশ্লেষণ

I) ব্যক্তিগত খরচের জন্য কর্তন

১০) আমরা চিন্তাভাবনা করে প্রতিদ্বন্দ্বীদের বক্তব্য বিবেচনা করেছি। এটা নিয়ে বিতর্ক করা যায় না যে, মৃত্যুর সময় প্রকৃতপক্ষে মৃত ব্যক্তির চারজন নির্ভরশীল ছিলেন, তিনজন নয়। মৃত ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল মায়ের পরবর্তী মৃত্যু মোটর দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ হ্রাসের কারণ হওয়া উচিত নয়।

১) (২০১৭) ১৬ এস. সি. সি ৬৮০।

কীর্তি এবং আরেকজন ইত্যাদি বনাম ওরিয়েন্টাল ইনস্যুরেন্স ৯৯৯

কোম্পানি লিমিটেড [সূর্য কান্ত, বিচারপতি]

দুর্ঘটনার সময়ই দাবি ও আইনি দায়বদ্ধতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং এর পরে হওয়া পরিবর্তনগুলি সাধারণত মুলতুবি কার্যধারাকে প্রভাবিত করা উচিত নয়। ঠিক যেমন আপীলকারী-দাবিদাররা ন্যূনতম মজুরিতে পরবর্তী বৃদ্ধির উপর নির্ভর করতে পারে না, তেমনি উত্তরদাতা-বীমাকারীও আইনি কার্যধারা মুলতুবি থাকাকালীন কোনও নির্ভরশীলের পরবর্তী মৃত্যুর সুবিধা চাইতে পারে না। একইভাবে, উভয় আইনজীবীর দ্বারা এই বিষয়ে প্রদত্ত আইনের কোনও ছাড় পক্ষগুলিকে আবদ্ধ করবে না, কারণ এটি আইনত নিষ্পত্তি হয়েছে যে উকিলরা আইনি অধিকার ত্যাগ করতে পারে না বা আইনের বিপরীত ব্যবস্থায় প্রবেশ করতে পারে না।[২]

১১) আদালত কর্তৃক প্রদত্ত যে কোনও ক্ষতিপূরণ ন্যায়সঙ্গত, যুক্তিসঙ্গত হওয়া উচিত এবং ফলস্বরূপ নিঃসন্দেহে ন্যায্যতা, সমতা এবং সৎ বিবেকের নীতি দ্বারা পরিচালিত হতে হবে।[৩] মৃত ব্যক্তির পরিবারে কেবল সেপ্টুয়েজেনেরিয়ান বাবা-মা ছিলেন না, তবে মাত্র ৩ এবং ৪ বছর বয়সী দুটি শিশু-মেয়েও ছিল; যাদের প্রত্যেকেরই স্বনির্ভরতার পর্যায়ে না পৌঁছানো পর্যন্ত ব্যতিক্রমী যত্ন এবং ব্যয়ের প্রয়োজন ছিল। দুঃখজনকভাবে, বিবাহিত দম্পতি ছাড়াও, চালকের অবহেলা পরিবারের তৃতীয় সন্তানের জীবনকেও নির্বাপিত করেছিল, যিনি দুর্ঘটনার সময় পুনমের গর্ভে ভ্রূণ ছিলেন। সুতরাং, বিনোদ এবং পুনম উভয়ের ব্যক্তিগত খরচের জন্য যথাযথ ছাড় কেবলমাত্র ১/৪ তম হওয়া উচিত, এবং ট্রাইব্যুনাল এবং হাইকোর্টের দ্বারা প্রয়োগ করা হিসাবে ১/৩ তম হওয়া উচিত নয়, আরও বেশি যখন পরিবারের চারজন সদস্য মৃত ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল ছিলেন।

II) মাসিক আয়ের মূল্যায়ন

১২) দ্বিতীয়ত, যদিও এটি সঠিক যে দাবিদাররা বিনোদ-এর আয়ের প্রমাণস্বরূপ কোনও নথি পেশ করতে পারেনি, বা শিক্ষক হিসাবে তার কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি; তবে এটি তার আয় গণনা করার সময় ন্যূনতম মজুরির সর্বনিম্ন স্তর গ্রহণের ন্যায্যতা দেয় না। সাক্ষীদের বিবৃতি, নথিভুক্ত প্রমাণ এবং দুর্ঘটনার পরিস্থিতি থেকে এটি স্পষ্ট যে বিনোদ তুলনামূলকভাবে আরও বেশি শিক্ষাগত যোগ্য এবং দক্ষ ছিলেন। উপরন্তু, তিনি তার পরিবারের জন্য জীবনযাত্রার একটি যুক্তিসঙ্গত মান বজায় রেখেছিলেন যা তার যাতায়াতের জন্য একটি মোটরসাইকেল ব্যবহারের দ্বারা প্রমাণিত হয়। মৃত ব্যক্তির পরিবারের বিদ্যমান জীবনযাত্রার মান বজায় রাখা মোটর দুর্ঘটনা ক্ষতিপূরণ আইনের একটি মৌলিক প্রচেষ্টা।[৪]

২) প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালক বনাম প্রমোদ কুমার সাহু, (২০১৯) ১০ এস. সি. সি ৬৭৪, ১১।

৩) দেখুন, হেলেন সি রেবেলো বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন, (১৯৯৯) ১ এস. সি. সি ৯০, ২৮।

৪) দেখুন, আর কে মালিক বনাম কিরণ পাল, (২০১৯) ১৪ এস. সি. সি ১, ৯।

সুতরাং, অন্ততপক্ষে, হরিয়ানা রাজ্যে ২০১৪ সালের এপ্রিল মাসে দক্ষ কর্মীদের জন্য প্রযোজ্য ন্যূনতম ৬১৯৭ টাকা মজুরি তার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা উচিত।

III) ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার সংযোজন

১৩) তৃতীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, উচ্চ আদালতে তাঁদের এই বক্তব্য বিবেচনা করে যে, প্রণয় শেঠি (উপরোক্ত) রেফারেন্সের ফলাফলের জন্য এই ধরনের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা উচিত নয়, ভবিষ্যতের সম্ভাবনার অনুদানের বিরোধিতা করা বিমাকারীর পক্ষে অন্যায়। তা সত্ত্বেও, এই বিষয়ে আইনটি আর সমন্বিত নয়, এবং স্ফটিকায়িত রয়েছে, যা পূর্বোক্ত সাংবিধানিক বেঞ্চের রায়ের নিম্নলিখিত উদ্ধৃতাংশ থেকে স্পষ্টঃ

"৫৯.৪) মৃত ব্যক্তি যদি স্বনিযুক্ত অথবা নির্দিষ্ট বেতনে থাকেন, তা হলে মৃত ব্যক্তির ৪০ বছরের কম বয়সী ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত আয়ের ৪০ শতাংশ যোগ করা আবশ্যিক। যেখানে মৃত ব্যক্তির বয়স ৪০ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে এবং যেখানে মৃত ব্যক্তির বয়স ৫০ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে, সেখানে (১০ শতাংশ) যোগ করা গণনার প্রয়োজনীয় পদ্ধতি হিসাবে গণ্য করা উচিত। প্রতিষ্ঠিত আয় মানে করের উপাদান বাদ দেওয়া আয়।"

[জোর দেওয়া হয়েছে]

১৪) কিভাবে উভয় মৃত ব্যক্তির বয়স ৪০ বছরের কম এবং কিভাবে তারা স্থায়ী কর্মচারী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তা বিবেচনা করে ভবিষ্যতের সম্ভাবনার পরিমাণ ৪০% প্রদান করতে হবে। এই যুক্তি যে ধারণাগত আয়ের ব্যক্তিদের জন্য এই ধরনের ভবিষ্যতের কোনও সম্ভাবনার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়, উভয়ই আইনে ভুল[৬] এবং মজুরি ক্রমাগত মুদ্রাস্ফীতিতে প্ররোচিত বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করে যোগ্যতা ছাড়াই। হেম রাজ বনাম ওরিয়েন্টাল ইন্স্যুরেন্স কো. লিমিটেড[৭]-এর মামলায় এই আদালতের পর্যবেক্ষণ উদ্ধৃত করা যথেষ্ট হবে, কারণ এটি বর্তমান মামলায় মৃত ব্যক্তিকে ভবিষ্যতের সম্ভাবনার অর্থ প্রদান না করার বিষয়ে কোনও যুক্তি স্থাপন করেঃ

"৭) আমাদের অভিমত হল যে, যেখানে আয়ের ইতিবাচক প্রমাণ রয়েছে এবং যেখানে কোনও মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে অনুমানের ভিত্তিতে ন্যূনতম আয় নির্ধারণ করা হয় সেখানে পার্থক্য করা যায় না। উভয় পরিস্থিতিই একই ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে থাকে। তদনুসারে, বর্তমান ক্ষেত্রে, ট্রাইব্যুনাল দ্বারা নির্ধারিত আয়ের সাথে ৪০% যোগ করা প্রয়োজন।"

[জোর দেওয়া হয়েছে]

৫) ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কো লিমিটেড বনাম প্রণয় শেঠি, (২০১৭) ১৬ এস. সি. সি ৬৮০, ৫৯.৪।

৬) সুনীতা টোকাস বনাম নিউ ইন্ডিয়া ইন্স্যুরেন্স কো লিমিটেড, ২০১৯ এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ১০৪৫।

৭) (২০১৮) ১৫ এস. সি. সি ৬৫৪।

কীর্তি এবং আরেকজন ইত্যাদি বনাম ওরিয়েন্টাল ইনস্যুরেন্স ১০০১

কোম্পানি লিমিটেড [সূর্য কান্ত, বিচারপতি]

IV) ক্ষতিপূরণের অন্যান্য বিভাগ এবং বিভাগ

১৫) পরিশেষে, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অভিযোগ, সম্পত্তির ক্ষতি, ভালবাসা এবং স্নেহের অন্যান্য প্রধান বিষয়গুলির উপর যুক্তির অভাবের কারণে পরিবর্তনের কোনও কারণ দেখা যায় না। একইভাবে, হাইকোর্টের ১৭ নম্বর বয়সের গুণক হিসেবে গ্রহণ, ৯% সুদের হার, পুনমের কল্পিত আয়ের গণনা অথবা দাদু এবং দুই মেয়ের মধ্যে ১:২:২ অনুপাতে মোট ক্ষতিপূরণ ভাগাভাগির ক্ষেত্রেও আমরা কোনও ত্রুটি দেখতে পাই না। প্রস্তুত রেফারেন্সের জন্য, উপযুক্ত বৃদ্ধির পরে সংশোধিত ক্ষতিপূরণের একটি তুলনামূলক টেবিল নিম্নরূপ হবেঃ

		ট্রাইব্যুনাল			হাই কোর্ট			সুপ্রিম কোর্ট	
	শীর্ষ	বিনোদ	পুনম		বিনোদ	পুনম		বিনোদ	পুনম
ক	মাসিক আয়	৮৫৫৪	৯৪৩৮		৫৫৪৭.১	৫৫৪৭.১		**৬১৯৭.১**	**৫৫৪৭.১**
খ	ব্যক্তিগত খরচের জন্য কর্তন	৩৩%	নেই		৩৩%	৩৩%		**২৫%**	**২৫%**
গ	বয়স গুণিতক	১৭	১৭		১৭	১৭		**১৭**	**১৭**
ঘ	ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার জন্য সমন্বয়	নেই	২৫%		নেই	নেই		**৪০%**	**৪০%**
ঙ	বিশেষ পরিস্থিতির জন্য বৃদ্ধি	নেই	নেই		নেই	২৫%		**নেই**	**২৫%**

চ	অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া খরচ এবং সম্পত্তির ক্ষতি	২৫০০০০	২৫০০০০		২৫০০০০	২৫০০০০		**২৫০০০০**	**২৫০০০০**
ছ	মৃত প্রতি মোট ক্ষতিপূরণ	১৪১৩৪৪৪	২৬৫৬৬৯০		১০০৪৪০৬	১১৯৩০০৭		১৫৮০০০০	**১৭৩৫২৩৬**
	(বৃত্তাকার)	১৪১৪০০০	২৬৫৭০০০		১০০৫০০০	১১৯৫০০০		**১৫৮০০০০**	**১৭৪০০০০**
	মোট ক্ষতিপূরণ	৪০৭১০০০			২২০০০০০			৩৩২০০০০	

উপসংহার

১৬) পূর্বোক্ত কারণগুলির জন্য, আপিলগুলি আংশিকভাবে অনুমোদিত। দাবিদার-আবেদনকারীদের জন্য হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত মোট ২২ লক্ষ টাকার মোটর দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ ১১.২০ লক্ষ টাকা বাড়িয়ে নতুন মোট ৩৩.২০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। বর্ধিত ক্ষতিপূরণ দুই মাসের মধ্যে পরিশোধ করা হবে, বিস্তারিত দুর্ঘটনা প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ থেকে অর্থাৎ ২৩.০৫.২০১৪ তারিখ থেকে ৯% প্রতি বছর সুদ সহ, এবং ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলী অনুসারে বন্টন করা হবে।

এন. ভি. রমনা, বিচারপতি

১) আমার বিজ্ঞ ভাই, সূর্যকান্ত, বিচারপতির দ্বারা প্রস্তুত রায়টি পর্যবেক্ষণ করার সুবিধা আমার হয়েছে এবং আমি তার সাথে সম্পূর্ণ একমত।

যাইহোক, আমি একজন গৃহবধূর ধারণাগত আয়ের প্রশ্ন এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনাগুলি তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া উচিত কিনা সে সম্পর্কে তার বিচারের যুক্তিকে পরিপূরক করার কথা ভেবেছিলাম।

২) দুটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর পরিস্থিতি রয়েছে যেখানে আদালত সাধারণত ভুক্তভোগীর ধারণাগত আয় নির্ধারণ করে। প্রথম শ্রেণীর মামলাগুলি সেই মামলাগুলির সাথে সম্পর্কিত যেখানে ভুক্তভোগী নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু দাবিদাররা আদালতের সামনে তার প্রকৃত আয় প্রমাণ করতে সক্ষম হন না। এই জাতীয় পরিস্থিতিতে, আদালত রেকর্ডের প্রমাণের ভিত্তিতে ভুক্তভোগীর আয় "অনুমান" করে, যেমন ভুক্তভোগী এবং তার পরিবারের দ্বারা পরিচালিত জীবনযাত্রার মান, সেই ক্ষেত্রে নিযুক্ত ব্যক্তির সাধারণ উপার্জন, ভুক্তভোগীর যোগ্যতা এবং অন্যান্য বিবেচনার ভিত্তিতে।

৩) দ্বিতীয় শ্রেণীর মামলাগুলি সেই পরিস্থিতিগুলির সাথে সম্পর্কিত যেখানে আদালতকে একজন অ-উপার্জনকারী ভুক্তভোগীর আয় নির্ধারণের জন্য ডাকা হয়, যেমন একটি শিশু, একজন শিক্ষার্থী বা একজন গৃহিণী। বলা বাহুল্য, এই ধরনের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন।

৪) আদালত প্রায়শই 'অ-উপার্জনকারী ভুক্তভোগীর জন্য ক্ষতিপূরণ' নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন নীতি অনুসরণ করে যা কেবলমাত্র মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতিতে পৌঁছাবে। এর মধ্যে কয়েকটি ধারণাগত আয় নির্ধারণের সাথে জড়িত। যখনই এই জাতীয় ক্ষেত্রে ধারণাগত আয় নির্ধারণ করা হয়, তখন বিভিন্ন বিবেচনা ও কারণ বিবেচনা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষার্থীদের জন্য, আদালত প্রায়শই তারা যে কোর্সে পড়াশোনা করছে, তাদের একাডেমিক দক্ষতা, পারিবারিক পটভূমি ইত্যাদি বিবেচনা করে, যাতে তারা ভবিষ্যতে কী উপার্জন করতে পারে তা নির্ধারণ করতে পারে। [দেখুন এম. আর. কৃষ্ণ মূর্তি বনাম নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসুরেন্স কোং লিমিটেড, ২০১৯ এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ৩১৫]

৫) অর্থ উপার্জন না করা ভুক্তভোগীদের একটি বিভাগ যা আদালতগুলি প্রায়শই "গৃহবধূদের জন্য ক্ষতিপূরণ গণনা করার জন্য" আহ্বান করে। বর্তমান মামলার মতো, আর্থিক ভিত্তিতে গৃহবধূদের জন্য ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর করার বিষয়টি এই আদালত এর আগে বহুবার বিবেচনা করেছে। লতা ওয়াধওয়া বনাম বিহার রাজ্য, (২০০১) ৮ এস. সি. সি ১৯৭-এ এই আদালতের তিন বিচারকের বেঞ্চ, একটি অনুষ্ঠানের সময় আগুনের শিকারদের ক্ষতিপূরণ নিয়ে কাজ করার সময়, গৃহবধূদের বাড়িতে দেওয়া পরিষেবা এবং তাদের বয়সের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর করে। এই আদালত, সেই ক্ষেত্রে, নিম্নরূপ রায় দেয়ঃ

"১০) যতদূর পর্যন্ত মৃত গৃহবধূদের কথা বলা যায়, কোনও তথ্যের অভাবে এবং গৃহিণীরা কোনও আয় করছিলেন না বলে, তাদের দ্বারা গৃহে প্রদত্ত পরিষেবার ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছে।

গৃহবধূদের বয়সের ভিত্তিতে যথাযথ গুণক প্রয়োগ করা হয়েছে, তবে গৃহবধূদের দ্বারা প্রদত্ত পরিষেবার মূল্যের অনুমান, যা কারো কারো ক্ষেত্রে বার্ষিক ১২,০০০ টাকা এবং অন্যদের জন্য ১০,০০০ টাকা, আমাদের কাছে অত্যন্ত কম বলে মনে হয়। এটা সত্য যে দাবিদারদের, যাদের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের জন্য তথ্য দেওয়া উচিত ছিল, তারা এই ধরনের গৃহবধূদের দ্বারা প্রদত্ত পরিষেবার মূল্য নির্ধারণের জন্য তথ্য সরবরাহ করে কোনওভাবেই সহায়তা করেনি। কিন্তু এমনকি এই ধরনের তথ্যের অভাবে এবং পুরো পরিবার পরিচালনার জন্য গৃহবধূদের দ্বারা প্রদত্ত বহুমুখী পরিষেবাগুলি বিবেচনা করে, এমনকি একটি পরিমিত অনুমানের ভিত্তিতেও, প্রতি মাসে ৩০০০ টাকা এবং বার্ষিক ৩৬,০০০ টাকা হওয়া উচিত... "

(জোর দেওয়া হয়েছে)

৬) অরুণ কুমার আগরওয়াল বনাম ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, (২০১০) ৯ এস. সি. সি ২১৮ মামলায়, এই আদালত মোটরযান দুর্ঘটনার কারণে একজন গৃহবধূর মৃত্যুর জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করার সময় নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

"২৬) ভারতে আদালত স্বীকার করেছে যে বাড়িতে স্ত্রীর অবদান অমূল্য এবং অর্থের দিক থেকে গণনা করা যায় না। সন্তান ও তার স্বামীর প্রতি সত্যিকারের ভালবাসা ও স্নেহের সাথে স্ত্রী যে অযাচিত পরিষেবা প্রদান করে এবং গৃহস্থালীর বিষয়গুলি পরিচালনা করে তা অন্যের দ্বারা প্রদত্ত পরিষেবার সাথে তুলনা করা যায় না। একজন স্ত্রী/মা চব্বিশ ঘন্টা কাজ করেন না। তিনি দিনরাত পরিবারের অবিচ্ছিন্ন উপস্থিতিতে থাকেন যদি না তিনি নিযুক্ত হন এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিয়োগকর্তার কাজে যোগ দিতে হয়। তিনি খাবার রান্না, জামাকাপড় ধোয়া ইত্যাদি সহ স্বামী এবং শিশুদের সমস্ত প্রয়োজনীয়তার যত্ন নেন। তিনি ছোট বাচ্চাদের শিক্ষা দেন এবং তাদের ভবিষ্যতের জীবনের জন্য অমূল্য দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। একজন গৃহকর্মী বা পরিচারিকা গৃহস্থালীর কাজ করতে পারে, যেমন রান্না করা, জামাকাপড় ও বাসন ধোয়া, ঘর পরিষ্কার রাখা ইত্যাদি, কিন্তু সে কখনই এমন একজন স্ত্রী/মায়ের বিকল্প হতে পারে না যে তার স্বামী ও সন্তানদের নিঃস্বার্থ সেবা প্রদান করে।

২৭) পরিবারের প্রতি স্ত্রী/মায়ের প্রদত্ত পরিষেবার পরিবর্তে কোনও পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব নয়, অর্থাৎ একজন স্বামী এবং সন্তান।

যাইহোক, নির্ভরশীলদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের উদ্দেশ্যে, গৃহবধূ/মায়ের পরিষেবাগুলি সম্পর্কে কিছু আর্থিক অনুমান করতে হবে। সেই প্রসঙ্গে, "পরিষেবা" শব্দটির একটি বিস্তৃত অর্থ দেওয়া প্রয়োজন এবং মৃত ব্যক্তির দ্বারা মা হিসাবে তার সন্তানদের এবং স্ত্রী হিসাবে তার স্বামীর প্রতি দেওয়া ব্যক্তিগত যত্ন এবং মনোযোগের ক্ষতির কথা বিবেচনা করে এটি বোঝা উচিত। মৃত ব্যক্তির দ্বারা প্রদত্ত অযাচিত পরিষেবার ক্ষতির বিনিময়ে তারা পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী। নির্ভরশীলদের প্রদেয় পরিমাণ এই ভিত্তিতে হ্রাস করা যাবে না যে, দাদীর মতো কোনও ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বেচ্ছায় পরিবারকে কিছু পরিষেবা প্রদান করতে পারে যা মৃত ব্যক্তি আগে দিচ্ছিলেন।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

এই আদালত রাজেন্দ্র সিং বনাম ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, ২০২০ এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ৫২১-এর সাম্প্রতিক রায়ে উপরোক্ত রায়টি অনুসরণ করেছে, যেখানে মোটর দুর্ঘটনার মামলায় ক্ষতিপূরণ প্রদানের উদ্দেশ্যে একজন মৃত গৃহবধূর কাল্পনিক আয় গণনা করা হয়েছিল।

৭) এই বিষয়টি নিয়ে আরও আলোচনা করার আগে এর লিঙ্গগত প্রকৃতি সম্পর্কে মন্তব্য করা প্রয়োজন। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী, ভারতে প্রায় ১ কোটি মহিলা বলেছেন যে "গৃহস্থালীর কাজ" তাদের প্রধান পেশা ছিল, যেখানে মাত্র ৫.৭৯ লক্ষ পুরুষ ছিল।

৮) প্রকৃতপক্ষে, ভারত সরকারের পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি রূপায়ণ মন্ত্রকের জাতীয় পরিসংখ্যান দপ্তরের সম্প্রতি প্রকাশিত প্রতিবেদন "টাইম ইউজ ইন ইন্ডিয়া-২০১৯", যা দেশের প্রথম সময় ব্যবহারের জরিপ এবং জানুয়ারী, ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৯ সময়কালের জন্য ১,৩৮,৭৯৯ টি পরিবারের তথ্য সংগ্রহ করে, একই লিঙ্গ বৈষম্য প্রতিফলিত করে।[১] সমীক্ষার মূল ফলাফল থেকে জানা যায় যে, মহিলারা গড়ে দিনে প্রায় ২৯৯ মিনিট পরিবারের সদস্যদের জন্য অবৈতনিক ঘরোয়া পরিষেবায় ব্যয় করেন, যেখানে পুরুষরা গড়ে ৯৭ মিনিট ব্যয় করেন।[২] একইভাবে, একদিনে নারীরা পরিবারের সদস্যদের অবৈতনিক পরিচর্যা পরিষেবায় গড়ে ১৩৪ মিনিট ব্যয় করেন, যেখানে পুরুষরা গড়ে ৭৬ মিনিট ব্যয় করেন।[৩] প্রতিদিন এই কার্যকলাপে ব্যয় করা মোট সময় ভারতের চিত্রটিকে আরও স্পষ্ট করে তোলে -

১) জাতীয় পরিসংখ্যান অফিস, ভারতে সময়ের ব্যবহার- ২০১৯ (সেপ্টেম্বর, ২০২০)।

২) একই, ৫৬-এ।

৩) একই, ৫৪ এ।

কীর্তি এবং আরেকজন ইত্যাদি বনাম ওরিয়েন্টাল ইনস্যুরেন্স ১০০৫

কোম্পানি লিমিটেড [সূর্য কান্ত, বিচারপতি]

মহিলারা গড়ে তাদের দিনের যথাক্রমে ১৬.৯ এবং ২.৬ শতাংশ অবৈতনিক গৃহস্থালীর পরিষেবা এবং পরিবারের সদস্যদের জন্য অবৈতনিক যত্ন পরিষেবার জন্য ব্যয় করেন, যেখানে পুরুষরা ১.৭ এবং ০.৮ শতাংশ ব্যয় করেন।[৪]

৯) এটা লক্ষণীয় কৌতূহলোদ্দীপক যে, এটি শুধুমাত্র ভারতের এক অনন্য ঘটনা নয়, বরং সারা বিশ্বে প্রচলিত। জার্মানি, ইতালি, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ফিনল্যান্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-এই ছয়টি দেশের তথ্য বিশ্লেষণ করে ফরাসি সরকার কর্তৃক গঠিত একটি কমিশনের ২০০৯ সালের একটি প্রতিবেদনে অনুরূপ ফলাফল তুলে ধরা হয়েছেঃ

"১১৭) সময় ব্যবহারে লিঙ্গগত পার্থক্য উল্লেখযোগ্য। বিবেচনাধীন প্রতিটি দেশে, পুরুষরা মহিলাদের তুলনায় বেতনের কাজে বেশি সময় ব্যয় করে এবং অবৈতনিক কাজের ক্ষেত্রে বিপরীতটি সত্য। পুরুষরাও মহিলাদের তুলনায় অবসর সময়ে বেশি সময় ব্যয় করে। এর অর্থ হল মহিলারা গৃহস্থালীর পরিষেবা প্রদান করেন কিন্তু পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা সুবিধা পান..."[৫]

(জোর দেওয়া হয়েছে)

১০) একজন গৃহিণীর গৃহস্থালির কাজে, যাদের পুরুষদের তুলনায় নারী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, তাদের সময় এবং শ্রমের পরিমাণ, একজন গৃহিণীর গৃহস্থালির কাজের আধিক্য বিবেচনা করলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। একজন গৃহকর্মী প্রায়শই পুরো পরিবারের জন্য খাবার তৈরি করেন, মুদি এবং অন্যান্য গৃহস্থালীর কেনাকাটার প্রয়োজনীয়তা পরিচালনা করেন, ঘর ও তার আশেপাশের পরিবেশ পরিষ্কার ও পরিচালনা করেন, সাজসজ্জা, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করেন, শিশুদের এবং পরিবারের যে কোনও বয়স্ক সদস্যের চাহিদা দেখাশোনা করেন, বাজেট পরিচালনা করেন এবং আরও অনেক কিছু করেন। গ্রামীণ পরিবারে, তারা প্রায়শই গবাদি পশুর দেখাশোনা ছাড়াও জমিতে বপন, ফসল কাটা এবং রোপণের কাজেও সহায়তা করেন। [দেখুন, অরুণ কুমার আগরওয়াল (উপরে); ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড বনাম নাবালক দীপিকা, তার প্রতিনিধিত্বকারী তার অভিভাবক এবং পরবর্তী বন্ধু, রঙ্গনাথন, ২০০৯ এসসিসি অনলাইন ম্যাড ৮২৮]। যাইহোক, উপরের সমস্ত কিছু সত্ত্বেও, গৃহকর্ত্রীরা "কাজ" করেন না বা তারা পরিবারে অর্থনৈতিক মূল্য যোগ করেন না এই ধারণাটি একটি সমস্যাযুক্ত ধারণা যা বহু বছর ধরে অব্যাহত রয়েছে এবং এটি অবশ্যই কাটিয়ে উঠতে হবে।

১১) অরুণ কুমার আগরওয়ালের রায়ে (উপরে) একমত মতামত এই পক্ষপাতকে তুলে ধরেছেঃ"৪৪) এই পক্ষপাতটি জনগণনার কাজে বিস্ময়করভাবে প্রচলিত। ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুসারে, যারা রান্না, বাসন পরিষ্কার, শিশুদের দেখাশোনা, জল আনা, জ্বালানি কাঠ সংগ্রহের মতো গৃহস্থালির কাজ করেন,

৪) একই, x এ।

৫) স্টিগলিটজ এবং অন্যান্য, অর্থনৈতিক কর্মক্ষমতা এবং সামাজিক অগ্রগতি পরিমাপ কমিশনের প্রতিবেদন, ১১৭ (২০০৯)

তাদের অ-শ্রমিক হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে এবং ভিক্ষুক, পতিতা এবং বন্দীদের সাথে সমতুল্য করা হয়েছে, যারা আদমশুমারি অনুসারে অর্থনৈতিকভাবে উৎপাদনশীল কাজে নিযুক্ত নন। এই ধরনের শ্রেণিবিন্যাসের ফলস্বরূপ ভারতে প্রায় ৩৬ কোটি (৩৬৭ মিলিয়ন) মহিলাকে ২০০১ সালের জনগণনাতে অ-শ্রমিক হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে এবং ভিক্ষুক, পতিতা এবং বন্দীদের বিভাগে রাখা হয়েছে। জনগণনা কার্যক্রমের এই পুরো প্রক্রিয়াটি সংসদের একটি আইনের অধীনে করা হয়।"

১২) প্রকৃতপক্ষে, গৃহকর্মের মূল্যের ক্ষেত্রে এই দুর্ভাগ্যজনক নীরবতা একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে যা ১৯২০ সালে চিহ্নিত করা হয়েছিল, যখন অর্থনীতিবিদ পিগু জাতীয় আয়ে মহিলাদের অবদানের গণনার ক্ষেত্রে অদ্ভুততা এবং দ্বন্দ্বগুলি উল্লেখ করেছিলেন, এই বলেঃ

"... মহিলাদের দ্বারা প্রদত্ত পরিষেবাগুলি লভ্যাংশে প্রবেশ করে যখন তারা মজুরির বিনিময়ে প্রদান করা হয়, তা সে কারখানায় হোক বা বাড়িতে, কিন্তু যখন মা এবং স্ত্রীরা তাদের নিজের পরিবারকে বিনা মূল্যে প্রদান করে তখন তাতে প্রবেশ করে না। সুতরাং, কোনও পুরুষ যদি তার গৃহকর্মী বা তার রাঁধুনিকে বিয়ে করে তবে জাতীয় লভ্যাংশ হ্রাস পায়।"[৬]

১৯৭০ এবং ১৯৮০-এর দশকে নারীবাদ অর্থনীতির ক্ষেত্রে যাঁরা ঐতিহ্যবাহী শ্রম পরিসংখ্যানের সমালোচনা করেছিলেন, যাঁরা অবৈতনিক গৃহস্থালীর কাজকে বিবেচনা করেননি এবং তাই অর্থনীতিতে মহিলাদের ভূমিকাকে অবমূল্যায়ন করেছিলেন।[৭]

১৩) এই বিষয়ে ক্রমবর্ধমান সচেতনতা বিবেচনা করে, ১৯৯১ সালে মহিলাদের বিরুদ্ধে বৈষম্য দূরীকরণ সম্পর্কিত জাতিসংঘ কমিটি "মহিলাদের অবৈতনিক ঘরোয়া ক্রিয়াকলাপের পরিমাপ ও পরিমাণ এবং মোট জাতীয় উৎপাদনে তাদের স্বীকৃতি" সম্পর্কিত সাধারণ সুপারিশ নং ১৭ গ্রহণ করে। সাধারণ সুপারিশটি নিশ্চিত করে যে "মহিলাদের অবৈতনিক ঘরোয়া ক্রিয়াকলাপের পরিমাপ ও পরিমাণ নির্ধারণ, যা প্রতিটি দেশের উন্নয়নে অবদান রাখে, মহিলাদের প্রকৃত অর্থনৈতিক ভূমিকা প্রকাশ করতে সহায়তা করবে।"

১৪) এটি লক্ষণীয় যে উপরোক্ত সাধারণ সুপারিশটি নারীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত কনভেনশনের ১১ অনুচ্ছেদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পাস করা হয়েছে, যা কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্যের অবসানের সাথে সম্পর্কিত, একটি কনভেনশন যা ভারত অনুমোদন করেছে।

৬) সেসিল পিগৌ, দ্য ইকোনমিক্স অফ ওয়েলফেয়ার, ৪৪ (১৯২০)।

৭) ইউনাইটেড নেশনস ইকোনমিক কমিশন ফর ইউরোপ, গাইড অন ভ্যালুয়িং আনপেইড হাউজহোল্ড সার্ভিস ওয়ার্ক, ২ (২০১৭)।

কীর্তি এবং আরেকজন ইত্যাদি বনাম ওরিয়েন্টাল ইনস্যুরেন্স ১০০৭

কোম্পানি লিমিটেড [সূর্য কান্ত, বিচারপতি]

১৫) একজন গৃহকর্ত্রীর জন্য ধারণাগত আয় নির্ধারণের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। এটি বহু সংখ্যক মহিলার স্বীকৃতি, যারা এই কাজে নিযুক্ত, তা পছন্দের দ্বারা হোক বা সামাজিক/সাংস্কৃতিক নিয়মের ফলস্বরূপ হোক। এটি বৃহত্তর সমাজের কাছে ইঙ্গিত দেয় যে দেশের আইন এবং আদালত গৃহকর্ত্রীদের শ্রম, পরিষেবা এবং ত্যাগের মূল্যে বিশ্বাস করে। এটি এই ধারণার একটি গ্রহণযোগ্যতা যে এই ক্রিয়াকলাপগুলি পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং জাতির অর্থনীতিতে খুব বাস্তব উপায়ে অবদান রাখে, যদিও এটি ঐতিহ্যগতভাবে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এটি পরিবর্তিত মনোভাব ও মানসিকতা এবং আমাদের আন্তর্জাতিক আইনের বাধ্যবাধকতার প্রতিফলন। এবং, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এটি সামাজিক সমতার সাংবিধানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমস্ত ব্যক্তির জীবনের মর্যাদা নিশ্চিত করার দিকে একটি পদক্ষেপ।

১৬) একজন গৃহবধূর এই ধরনের ধারণাগত আয় কীভাবে গণনা করা হবে, এই প্রশ্নের দিকে ফিরে গেলে কোনও নির্দিষ্ট পন্থা থাকতে পারে না। এটা বুঝতে হবে যে, এই ধরনের ক্ষেত্রে আদালতের প্রচেষ্টা হল একজন গৃহবধূ যে সমস্ত কাজ করেন তার আনুমানিক অর্থনৈতিক মূল্য নির্ধারণ করা, যদিও সেই কাজটি অসম্ভব হতে পারে। আদালতকে অবশ্যই এই ধরনের ক্ষেত্রে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ প্রদানের ধারণাটি মনে রাখতে হবে, তথ্য এবং পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে। [দেখুন, আর কে মালিক বনাম কিরণ পাল, (২০০৯) ১৪ এসসিসি ১]।

১৭) একজন গৃহবধূর ধারণাগত আয় গণনা করার একটি পদ্ধতি হল মোটর মোটর যানবাহন আইন, ১৯৮৮-এর দ্বিতীয় তফসিলে প্রদত্ত সূত্র ব্যবহার করা, যা এখন মোটর যানবাহন (সংশোধনী) আইন, ২০১৯ দ্বারা বাদ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় তফসিলে বলা হয়েছে যে কোনও জীবনসঙ্গীর আয় উপার্জনকারী জীবিত সঙ্গীর আয়ের এক-তৃতীয়াংশ হিসাবে গণনা করা যেতে পারে। অরুণ কুমার আগরওয়াল (উপরে) মামলায় আদালত শেষ পর্যন্ত এই পদ্ধতিটি গ্রহণ করেছিল। তবে, অনুপাতকে এক-তৃতীয়াংশ হিসাবে নির্ধারণ করার পিছনে যুক্তি খুব স্পষ্ট নয়।

১৮) উপরের বিষয়গুলি ছাড়াও, এই বিষয়ে বৃত্তি একজন গৃহকর্ত্রীর জন্য ধারণাগত আয় নির্ধারণের অন্যান্য পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু দিকনির্দেশনা প্রদান করতে পারে।[৮]

৮) দেখুন অ্যান চাদেউ, হাউজহোল্ডস নন-মার্কেট প্রোডাকশন ওয়ার্থ কী, ওইসিডি ইকোনমিক স্টাডিজ নং ১৮ (১৯৯২); এছাড়াও দেখুন ইউনাইটেড নেশনস ইকোনমিক কমিশন ফর ইউরোপ, উপরে নোট ৭।

নাবালিকা দীপিকার (সুপ্রা) মামলায় মাদ্রাজ হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ এই পদ্ধতিগুলির কিছু তুলে ধরেছিল, যা নিম্নরূপ রায় দিয়েছে:

"১০) মোটরযান আইনের দ্বিতীয় তফসিলে দুর্ঘটনার আগে যাদের কোনও আয় ছিল না তাদের ক্ষেত্রে প্রদেয় ক্ষতিপূরণের একটি মূল্য দেওয়া হয়েছে এবং এতে বলা হয়েছে যে উপার্জনকারী জীবিত সঙ্গীর আয়ের এক-তৃতীয়াংশের মূল্য হওয়া উচিত। ইন্টারনেটে অনুসন্ধান দেখায় যে বিভিন্ন পদ্ধতিতে একজন গৃহবধূর অবৈতনিক শ্রমের মূল্য বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি হল, সুযোগ ব্যয় যা বাড়িতে না থাকলে তিনি কী উপার্জন করতেন তা মূল্যায়ন করে তার মজুরি মূল্যায়ন করে, অর্থাৎ, সুযোগ হারানো। দ্বিতীয়টি হল, অংশীদারিত্বের পদ্ধতি যা ধরে নেয় যে একটি বিবাহ একটি সমান অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব এবং এই পদ্ধতিতে, গৃহকর্ত্রীর বেতনের মূল্য তার স্বামীর বেতনের অর্ধেক। তবুও আরেকটি পদ্ধতি হল গৃহকর্ত্রীকে বেতনভোগী শ্রমিক দিয়ে প্রতিস্থাপনের জন্য কত খরচ হবে তা নির্ধারণ করে গৃহনির্মাণের মূল্যায়ন করা। এটিকে প্রতিস্থাপন পদ্ধতি বলা হয়।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

১৯) যাইহোক, এটা মনে রাখতে হবে যে উপরের সমস্ত পদ্ধতিগুলি নিছক পরামর্শ। এমন কোনও সঠিক গণনা বা সূত্র থাকতে পারে না যা কোনও ব্যক্তির কাছের এবং প্রিয় ব্যক্তিদের জন্য অযাচিতভাবে প্রদত্ত প্রকৃত মূল্যটি জাদুকরীভাবে নির্ধারণ করতে পারে। তাই এই জাতীয় বিষয়ে আদালতের প্রচেষ্টা হওয়া উচিত, সর্বোত্তম পদ্ধতিতে, আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে কোনও গৃহবধূ দ্বারা যুক্ত মূল্যের প্রকৃত অনুমান নির্ধারণের দিকে।

২০) কোনও আদালত শেষ পর্যন্ত কোনও গৃহবধূর কার্যকলাপকে মূল্য দেওয়ার জন্য যে পদ্ধতিই বেছে নেয় না কেন, তা শেষ পর্যন্ত মামলার তথ্য ও পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। আদালতকে মনে রাখতে হবে যে ন্যায়সঙ্গত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা তার কর্তব্য, না রক্ষণশীলভাবে মূল্যায়ন করা, দাবিদারদের জন্য এটিকে দান হিসেবে পরিণত করার জন্য এত উদারভাবেও নয়, [ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড বনাম প্রণয় শেঠি, (২০১৭) ১৬ এসসিসি ৬৮০; কাজল বনাম জগদীশ চাঁদ, (২০২০) ৪ এসসিসি ৪১৩]

২১) একবার ধারণাগত আয় নির্ধারণ হয়ে গেলে, প্রশ্নটি থেকে যায় যে এই বিষয়ে ভবিষ্যতের সম্ভাবনার জন্য বর্ধিতকরণ মঞ্জুর করা উচিত কিনা। প্রাথমিকভাবে, এই আদালত দ্বারা ভবিষ্যতের সম্ভাবনার পুরষ্কার ভুক্তভোগীর দ্বারা অধিষ্ঠিত কাজের স্থিতিশীলতার সাথে সম্পর্কিত ছিল,

কীর্তি এবং আরেকজন ইত্যাদি বনাম ওরিয়েন্টাল ইনস্যুরেন্স ১০০৯

কোম্পানি লিমিটেড [সূর্য কান্ত, বিচারপতি]

[দেখুন, জেনেরেল ম্যানেজার, কেরালা স্টেট রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন, ত্রিবান্দ্রম বনাম সুসাম্মা থমাস (শ্রীমতী), (১৯৯৪) ২ এস. সি. সি ১৭৬; সরলা দীক্ষিত (শ্রীমতী) বনাম বালফান্ট যাদব, (১৯৯৬) ৩ এস. সি. সি ১৭৯]। ভবিষ্যতের সম্ভাবনাগুলি প্রদান করার সময় ভুক্তভোগীর চাকরির স্থিতিশীলতার উপর এই ফোকাস, সরলা ভার্মা (শ্রীমতী) বনাম দিল্লি পরিবহন কর্পোরেশন, (২০০৯) ৬ এস. সি. সি ১২১-এর এই আদালতের রায়ে অব্যাহত ছিল, যেখানে আদালত নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

"২৪) সুসাম্মা থমাসের [(১৯৯৪) ২ এসসিসি ১৭৬] ক্ষেত্রে এই আদালত আয় প্রায় ১০০% বৃদ্ধি করেছে, সরলা দীক্ষিতের [(১৯৯৬) ৩ এসসিসি ১৭৯] ক্ষেত্রে আয় কেবল ৫০% বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং আবতি বেজবরুয়াতে [(২০০৩) ৩ এসসিসি ১৪৮] আয় মাত্র ৭% বৃদ্ধি করা হয়েছে। অবিশ্বাস্য ও অনিশ্চয়তার পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা ভবিষ্যতের সম্ভাবনার জন্য মৃত ব্যক্তির প্রকৃত বেতন আয়ের সাথে প্রকৃত বেতনের ৫০% যোগ করার একটি নিয়ম হিসাবে গ্রহণ করার পক্ষে, যেখানে মৃত ব্যক্তির স্থায়ী চাকরি ছিল এবং ৪০ বছরের কম ছিল। (যেখানে বার্ষিক আয় করযোগ্য সীমার মধ্যে থাকে, সেখানে "প্রকৃত বেতন" শব্দটিকে "প্রকৃত বেতন কম কর" হিসাবে পড়া উচিত)। যদি মৃত ব্যক্তির বয়স ৪০ থেকে ৫০ বছরের বেশি হয়, তা হলে শুধুমাত্র যোগ করা উচিত। যেখানে মৃত ব্যক্তির বয়স ৫০ বছরের বেশি, সেখানে কোনও যোগ করা উচিত নয়। যদিও প্রমাণগুলি বৃদ্ধির একটি ভিন্ন শতাংশ নির্দেশ করতে পারে, তবে বিভিন্ন মাপকাঠি প্রয়োগ করা বা গণনার বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করা এড়াতে যোগ করার মান নির্ধারণ করা প্রয়োজন। যেখানে মৃত ব্যক্তি স্বনিযুক্ত ছিলেন বা নির্দিষ্ট বেতনে ছিলেন (বার্ষিক বৃদ্ধির ব্যবস্থা ইত্যাদি ছাড়াই), আদালত সাধারণত মৃত্যুর সময় শুধুমাত্র প্রকৃত আয় গ্রহণ করবে। বিশেষ পরিস্থিতিতে জড়িত বিরল এবং ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রেই এর থেকে প্রস্থান করা উচিত।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

২২) যাইহোক, প্রণয় শেঠি (উপরে) মামলায় এই আদালতের পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চের সিদ্ধান্তের সাথে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্পর্কে আইনশাস্ত্রে পরিবর্তন হয়েছিল। এই আদালত এমনকি স্ব-নিযুক্ত ব্যক্তিদের, বা নির্দিষ্ট বেতনের ব্যক্তিদেরও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্পর্কিত সুবিধা প্রসারিত করেছে। আদালত নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

"৫৭) আমাদের উদ্বেগজনক বিবেচনার পরে, আমরা যখন মানসম্মতকরণের নীতিটি গ্রহণ করি, তখন স্ব-কর্মসংস্থানকারী বা নির্দিষ্ট বেতনভোগী ব্যক্তির ক্ষেত্রে উল্লিখিত নীতিটি প্রয়োগ না করার আসলে কোনও যুক্তি নেই।

মৃত্যুর সময় প্রকৃত আয়ের মতবাদ অনুসরণ করা এবং গুণিতক নির্ধারণের উদ্দেশ্যে আয়ের সাথে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্পর্কিত কোনও পরিমাণ যোগ না করা অন্যায় হবে। ক্ষতিপূরণ গণনা করার সময় আয়ের নির্ধারণ ভবিষ্যতের সম্ভাবনাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যাতে পদ্ধতিটি আইনের ১৬৮ ধারার অধীনে বর্ণিত ন্যায়সঙ্গত ক্ষতিপূরণের আওতায় আসে। একজন মৃত ব্যক্তি যিনি বার্ষিক বৃদ্ধির অন্তর্নির্মিত অনুদান সহ স্থায়ী চাকরি করেছিলেন, তার ক্ষেত্রে একটি গ্রহণযোগ্য নিশ্চয়তা রয়েছে। কিন্তু নির্দিষ্ট বেতনে থাকা কোনও মৃত ব্যক্তির আইনি প্রতিনিধিরা ক্ষতিপূরণ গণনার উদ্দেশ্যে ভবিষ্যতের সম্ভাবনার সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন না বলে উল্লেখ করা অযৌক্তিক হবে। কারণ সেই ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের মাপকাঠি একদিকে নিশ্চয়তা এবং অন্যদিকে স্থিতিশীলতা হবে। কেউ বুঝতে পারে যে তুলনামূলক পরিমাপ একদিকে নিশ্চিত এবং অন্যদিকে অনিশ্চয়তা কিন্তু এই ধরনের ধারণা ভুল। কারণ মূল্য বৃদ্ধি একজন স্ব-নিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে; এবং তা ছাড়া জীবিকার জন্য একজনের আয় বাড়ানোর জন্য সর্বদা অবিরাম প্রচেষ্টা থাকে। স্থায়ী চাকরিতে একজন বেতনভোগী ব্যক্তির ক্রয় ক্ষমতা যখন ইনক্রিমেন্ট এবং বেতন সংশোধনের কারণে বা পরিষেবার শর্তে অন্য কোনও পরিবর্তনের কারণে বৃদ্ধি পায়, তখন বেসরকারী খাতে সর্বদা বেতন বাড়ানোর জন্য একটি প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব থাকে যাতে কর্মচারীদের কাছ থেকে আরও ভাল দক্ষতা পাওয়া যায়। একইভাবে, একজন স্বনিযুক্ত ব্যক্তি তার সম্পদ সংগ্রহ করতে এবং তার চার্জ/ফি বাড়াতে বাধ্য যাতে সে একই সুযোগ-সুবিধা নিয়ে বাঁচতে পারে। ক্রমবর্ধমান কারণগুলি বিবেচনা করে, যেমন সময়ের সাথে সাথে, পরিবর্তিত সমাজ, মূল্য বৃদ্ধি, মূল্য সূচকে পরিবর্তন, জীবনের একটি নির্দিষ্ট প্যাটার্ন অনুসরণ করার জন্য মানুষের মনোভাব ইত্যাদি, "প্রয়াত ব্যক্তির স্থিরকৃত আয়ের উপর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার জন্য ৪০% বৃদ্ধি এবং যেখানে প্রয়াত ব্যক্তির বয়স ৪০ বছরের নিচে, সেখানে এটি যুক্তিযুক্ত হবে এবং যেখানে প্রয়াত ব্যক্তির বয়স ৪০ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে, সেখানে ২৫% বৃদ্ধি যুক্তিযুক্ত হবে।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

২৩) ভবিষ্যতের সম্ভাবনার পুরষ্কারের পিছনে যুক্তিটি এখন আর কেবল পেশার ধরণ সম্পর্কে নয়, স্থায়ী হোক বা অন্যথায়,

যদিও প্রদত্ত শতাংশ এখনও তার উপর নির্ভরশীল। ভবিষ্যতের সম্ভাবনাগুলি প্রদান করা এখন আদালতের কর্তব্যের একটি অংশ, জীবনের বাস্তবতা, বিশেষত মুদ্রাস্ফীতির, ব্যক্তিদের তাদের পরিস্থিতি এবং তাদের প্রিয়জনের উন্নতির জন্য অনুসন্ধান, ক্রমবর্ধমান মজুরি হার এবং কাজের মানের উপর অভিজ্ঞতার প্রভাব বিবেচনা করে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করা।

২৪) উপরের যুক্তিটি বিবেচনা করে, পরিস্থিতিটি আগে বর্ণিত প্রথম শ্রেণীর মামলাগুলিতে আদালত কর্তৃক নির্ধারিত ধারণাগত আয়ের ক্ষেত্রে বেশ স্পষ্ট, যেখানে ভুক্তভোগী নিযুক্ত বলে প্রমাণিত হয় কিন্তু দাবিদাররা আদালতের সামনে আয় প্রমাণ করতে অক্ষম হয়। একবার ভুক্তভোগী কোনও উদ্যোগে নিযুক্ত বলে প্রমাণিত হলে, প্রয়োজনীয় পরিণতি হল যে তারা আয় উপার্জন করবে। এটা স্পষ্ট যে ভবিষ্যতের সম্ভাবনাগুলি প্রদানের ক্ষেত্রে কোনও যুক্তিসঙ্গত পার্থক্য করা যাবে না কেবল এই ভিত্তিতে যে তাদের আয় প্রমাণিত হয়নি, বিশেষত যখন আদালত তাদের ধারণাগত আয় নির্ধারণ করেছে।

২৫) যখন দ্বিতীয় শ্রেণীর মামলার কথা আসে, অ-উপার্জনকারী ভুক্তভোগীদের জন্য ধারণাগত আয় সম্পর্কিত, তখন আমার মতামত হল যে উপরের নীতিটি সমান জোরের সাথে প্রযোজ্য, বিশেষ করে গৃহবধূদের ক্ষেত্রে। একবার ধারণাগত আয় নির্ধারণ করা হলে, মুদ্রাস্ফীতির প্রভাবগুলি সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। এছাড়াও, কেউ কখনও বলবে না যে অভিজ্ঞতার সাথে আসা দক্ষতার উন্নতি পরিবারের মধ্যে কাজের ক্ষেত্রে ঘটে না। এটি লক্ষণীয় যে, যদিও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়নি, এই আদালত এমনকি ধারণাগত আয় সম্পর্কিত মামলাগুলিতেও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা প্রদান করে চলেছে, যেমনটি আমার বিজ্ঞ ভাই, সূর্যকান্ত, বিচারপতি তাঁর মতে তুলে ধরেছেন [হেম রাজ বনাম ওরিয়েন্টাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, (২০১৮) ১৫ এস. সি. সি ৬৫৪; সুনীতা টোকাস বনাম নিউ ইন্ডিয়া ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, (২০১৯) ২০ এস. সি. সি ৬৮৮]

২৬) অতএব, উপরের ভিত্তিতে, ক্ষতিপূরণ প্রদানের উদ্দেশ্যে গৃহবধূদের জন্য ধারণাগত আয়ের গণনা এবং তাদের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের সম্ভাবনার অনুদানের বিষয়ে কিছু সাধারণ পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে, যা নিম্নরূপ সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারেঃ

ক) একজন গৃহকর্ত্রীর ক্ষেত্রে আর্থিক ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ প্রদান আইনের একটি নিষ্পত্তি প্রস্তাব।

খ) গৃহকর্মের লিঙ্গগত প্রকৃতি বিবেচনা করে, পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের একটি অপ্রতিরোধ্য শতাংশ একই কাজে নিযুক্ত থাকায়, একজন গৃহিণীর কাল্পনিক আয় নির্ধারণ বিশেষ তাৎপর্য অর্জন করে।

এটি গৃহবধূদের কাজ, শ্রম এবং আত্মত্যাগের স্বীকৃতি এবং পরিবর্তিত মনোভাবের প্রতিফলন হয়ে ওঠে। এটি আমাদের জাতির আন্তর্জাতিক আইনের বাধ্যবাধকতা এবং সামাজিক সমতা এবং সকলের মর্যাদা নিশ্চিত করার আমাদের সাংবিধানিক দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিপূরক।

গ) মামলার তথ্য ও পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে একজন গৃহবধূর ধারণাগত আয় নির্ধারণের জন্য আদালত বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারে।

ঘ) পদ্ধতিটি বেছে নেওয়ার সময় আদালতকে নিশ্চিত করতে হবে, এবং ধারণাগত আয় নির্ধারণ করে, যে এটি নির্দিষ্ট মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতিতে ঠিক একই রকম, ক্ষতিপূরণকে খুব রক্ষণশীলভাবে বা খুব উদারভাবে মূল্যায়ন করা হয় না।

ঙ) এই ধরনের ক্ষেত্রে গণনা করা ধারণাগত আয়ের উপর ভবিষ্যতের সম্ভাবনার অনুমোদন ন্যায়সঙ্গত ক্ষতিপূরণের একটি উপাদান।

২৭) উপরের পর্যবেক্ষণগুলির সঙ্গে আমি আমার বিজ্ঞ ভাইয়ের মতামতের সঙ্গে একমত।

দেবিকা গুজরাল আপিল আংশিকভাবে অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যভারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাসায় বোঝার জন্য এবং তা অন্যকোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না ৷ সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে , রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামানিক হবে এবং কার্যকারী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে ৷

Arfa Banerjee